এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

মে ২০১৩

BOOK POST - PRINTED MATTER

কালসাপ

১৮/২১৪

পাঞ্জাবে বিটি তুলোয় নতুন পোকা। এই পোকা সাদা মাছি। দেখা যাচ্ছে ভাতিন্দা ও পাতিয়ালাসহ পাঞ্জাবের ১২টি জেলায়। এই জন্য লাগছে কীটনাশক যার পরিমাণ ২০০৩-এ ২,৯০৯ টন আর ২০১১ তে তা দাঁড়িয়েছে ২৬,৩৭২ টনে।

রিকশোর জয়

১৮/২১৫

রিকশো-র প্রসারে পুরস্কার। পুরস্কার পেয়েছে বেয়ারফুট সংস্থা। পুরস্কার দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি। পুরস্কারের নাম ন্যাশনাল ট্যুরিজম অ্যাওয়ার্ড। আর এই উদ্যোগের নাম গ্রিন রাইডার রিকশো প্রজেক্ট। বেয়ারফুট রিকশোর চল বাড়িয়েছে ওড়িশার পুরীতে।

জল দাও !

১৮/২১৬

২০১২-২০১৩ অর্থবর্ষে গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছোনোর লক্ষ্যমাত্রার খালি ৬৭ শতাংশ পূরণ করা গেছে। যদিও গত তিন অর্থবর্ষে এই পরিমাণ ছিল ৯০ শতাংশ। পরিবারের সংখ্যার হিসেবে ১৯ মার্চ অব্দি মাত্র ৯৫,৭৯৪ পরিবারে জল পৌঁছেছে। সংসদে অধিবেশনকালীন সরকার তরফে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। এই পানীয় জলের উদ্যোগের নাম ন্যাশনাল রুরাল ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রোগ্রাম।

অ ন শ ন

১৮/২১৭

এন্ডোসালফান বিরোধী অনির্দিষ্টকালের অনশন। এই অনশন তিন সপ্তাহে পড়ল। এর উদ্যোগে এন্ডোসালফান বিরোধী মঞ্চ পিডিথা জানকি মুন্নাই। এই অনশন শুরু ১৮ ফেব্রুয়ারি। অনশন অবস্থান হচ্ছে কেরলে। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ২৫ মার্চ এন্ডোসালফান নিয়ে সব পক্ষের এক সভার কথা ঠিক করেছিলেন। কিন্তু জেলা প্রশাসন এই সংবাদ এন্ডোসালফান বিরোধী মঞ্চকে পাঠায়নি।

সুফল

১৮/২১৮

ফল-সবজি খেলে স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। দিনে তিন থেকে পাঁচবার ফল সবজি খেলে স্ট্রোকের ঝুঁকি শতকরা ১১ ভাগ কমে। আর দিনে ৫ বারের বেশি খেলে এই ঝুঁকি কমে ২৬ ভাগ। এই সবজির ভেতরে শিম - বাদাম ইত্যাদি থাকা ভালো। সমীক্ষাটি বেরিয়েছে দ্য ল্যানসেট পত্রিকায়।

হলুদ সংবাদ ১৮/২১৯

হলুদ ক্যান্সার এড়াতে কাজ করে। আবার মানসিক চাপে মস্তিষ্কের ক্ষতি এড়াতেও হলুদ লাগে এমন বলা হচ্ছে এক গবেষণায়। বলা হচ্ছে, হলুদের কারকামিন একটি জিন সংকেতকে সক্রিয় করে মস্তিষ্কের কোষের ক্ষতি রোধ করে।

ওঃ জোন! ১৮/২২০

ওজোন দূষণে পরাগ মিলনের পোকার সমস্যা। আগে পোকা গাছের গন্ধ থেকে গাছ চিনে সেই গাছে আসত। পরাগ মিলনে পোকা সাহায্য করত। কিন্তু এখন শশা, কুমড়ো বা ফুটি গাছে পোকা আসতে পারছে না। ফলে পরাগ মিলন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফলে সবজির ফলন কমার সম্ভাবনা। ওজোন দূষণই এর কারণ।

নো পাথরখাদান ১৮/২২১

পাহাড় কেটে পাথর খাদানে আপত্তি শুরু। এই আপত্তি মহারাষ্ট্রে। মহারাষ্ট্রের থানেতে এরকম চারটি আবেদন অনুমোদন পায়নি। এই অনুমোদনে বাধ সাধছে মহারাষ্ট্র দ্য স্টেট এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি। সুপ্রিম কোর্টে নির্দেশ দিয়েছে যেকোনো ক্ষুদ্র খনিজের খাদান করতে হলেও রাজ্যস্তরে এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটির অনুমোদন নিতে হবে।

ঁগঙ্গা ১৮/২২২

মিঠে জলের জৈব বৈচিত্র নষ্ট হচ্ছে। গঙ্গার শুশুক বিপন্ন। বারানসীর গঙ্গায় এখন শুশুক নেই। শুশুক ছাড়াও কমছে মাছ, অক্টোপাস, শামুক, ঝিনুক, কুমীর, ঘড়িয়াল ইত্যাদি। এর কারণ বলা হচ্ছে, ঘন ঘন বাঁধ তৈরি, নদীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ, সেচের জল, দূষণ ইত্যাদি।

এবার চিনে ১৮/২২৩

চিন আমদানিকৃত জিন ভুট্টা নষ্ট করল। এই ঘটনা ঘটেছে চিনের দু জায়গায়। এক জুনহাই শহরের ওয়াংকাই বন্দরে দুই হেইনংজিয়াঙে। ওয়াংজাই বন্দরে ও দুই হেইনংজিয়াঙে। ওয়াংজাই বন্দরে নষ্ট করা হয়েছে দু জাহাজ ভুট্টা আর হেইলংজিয়াঙে ১১৫ কিলোগ্রাম। চিনের জৈব নিরাপত্তা আইন মোতাবেক এই ভুট্টার আমদানি অবৈধ।

মেরালিনির সমালোচনা ১৮/২২৪

মেরালিনির জিনশস্য নিয়ে পরীক্ষা ফলের বিরাট সমালোচনা করল। ব্রাজিলের জিএমও রেগুলেটরি এজেন্সি। এই সমালোচনা এজেন্সির দুই বিজ্ঞানীর। যদিও ব্রাজিলের এই এজেন্সির অবস্থান নিয়ে বিজ্ঞানীমহলেই তর্কাতর্কি চলছে।

বর্জ্য নীয় ১৮/২২৫

শিল্পের নিরিখে প্রথম সারিতে থাকা গুজরাটের দেশের সবথেকে দূষিত রাজ্যেরও শিরোপা। গুজরাটের পরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশ। দেশে মোট ক্ষতিকর বর্জ্যের উনতিরিশ শতাংশই সৃষ্টি হয় এই রাজ্যে। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ সূত্রে জানা যায় গুজরাটে এমন অনেক রাসায়নিক শিল্প আছে দূষণ ছড়ানোর দরুণ যাদের আমেরিকা ও ইউরোপে উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য শিল্প তো রয়েছেই। গুজরাটে বর্তমানে বর্জ্য উৎপাদনের পরিমাণ বাষট্টি লক্ষ টন।

ত্রুটি হবে না ১৮/২২৬

জিন ফসল সংক্রান্ত টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কমিটি থেকে কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রকের প্রতিনিধিকে সরিয়ে দিতে কোয়ালিশন ফর জিএম ফ্রি ইন্ডিয়া সুপ্রিম কোর্টের কাছে আবেদন জানিয়েছে। জিনশস্য বিষয়ক একটি জনস্বার্থ মামলায় টেকনিক্যাল এক্সপার্ট কমিটিতে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির উপস্থিতি কাম্য নয় বলে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। প্রসঙ্গত জিএমও'স নিষিদ্ধ হওয়া উচিত কিনা সেই ব্যাপারে কোর্টকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য কমিটিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটি তার রিপোর্টে সঠিক নিয়ম কানুন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত আগামী দশ বছর দেশে জিন ফসল পরীক্ষা বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছে।

বর্জ্য পাত

১৮/২২৭

এনভায়রনমেন্টাল হেলথ পার্সপেক্টিও পত্রিকায় ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন্সের ৩৭৩টি দূষিত বর্জ্য স্তুপের নিকটে বসবাসকারী লোকেদের স্বাস্থ্য নিয়ে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। ম্যালেরিয়া ও ঘরের বাইরের বাতাস দূষণ ঘটিত স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কার। সঙ্গে বর্জ্য স্তুপের সংস্পর্শে থাকা মানুষদের স্বাস্থ্যহানির সমতুল্য। বিশেষ করে বর্জ্যের মধ্যে ও ক্রোমিয়ামের উপস্থিতি বাসিন্দাদের মধ্যে ক্যান্সার সহ অন্যান্য ভয়াবহ রোগের কারণ বলে প্রমানিত হয়েছে। এমন কি ওইসব অঞ্চলে বসবাসকারী ভাবী মায়েদের ভ্রূণ ও বর্জ্য দূষণের শিকার হওয়ার আশঙ্কা প্রবণ বলে জানানো হয়েছে।

কেমব্রিজে গম

১৮/২২৮

ইংল্যান্ডের কেমব্রিজস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এগ্রিকালচারাল প্রাচীন জাতের গমের সঙ্গে আধুনিক জাতের গমের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এমন এক নতুন গমের সৃষ্টি করেছে যা বর্তমানের জাতগুলির তুলনায় বড় ও শক্তিশালী। বিশ্বজুড়ে মানুষের খাদ্যের মোট ক্যালোরির পাঁচ ভাগের এক ভাগ পাওয়া যায় গম থেকে। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও গমের ফলনে ধারাবাহিক উন্নতি লক্ষ্য করা গেলেও শেষ পনেরো বছরে ব্রিটেনে একর প্রতি গমের ফলন বৃদ্ধি পেয়েছে সামান্যই। এখন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা আশাবাদী, তারা এমন এক গম সৃষ্টি করতে পেরেছেন যা বিশ্ব খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারবে।

মৎস্য পুরাণ

১৮/২২৯

পরিসংখ্যান বলছে ভারতে প্রায় দু-কোটি মানুষের জীবন জীবিকা নদী, জলাশয়, পুকুর, জলাভূমিতে মৎস্যচাষের অবদান খুব একটা বড় নয়, কিন্তু গ্রামের দরিদ্র মানুষের জীবন জীবিকা ও পুষ্টি জোগানের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অপরিসীম। নদনদী ও অন্যান্য জলাশয়ের অবস্থা দিন দিন সঙিন হয়ে পড়ছে। কমছে মাছচাষ, লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে দেশি প্রজাতির বহু মাছ। এই সেদিনও যারা ছিল গ্রামে গরিবগুর্বোদের সস্তা পুষ্টির অন্যতম উৎস।

পেরু জাগছে

১৮/২৩০

আমেরিকা মহাদেশে পেরু প্রথম দেশ সেখানে জিন ফসল জাত খাদ্য নিষিদ্ধ হল। পেরুর খাদ্য নীতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আমেরিকা মহাদেশের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইউরোপ ঘেঁসা বিখ্যাত। ইনকা সাম্রাজের ঐতিহ্য বহনকারী পেরুতে আজও বহু ফসল ফলে যা একান্তভাবেই আমেরিকা মহাদেশের নিজস্ব। শুধু পেরুতেই মেলে চারশো প্রজাতিরও বেশি আলু। বিশেষ ভৌগলিক কারণে এখানকার চাষিরা প্রায় সব রকমের ফসলই চাষ করতে পারে। পেরুতে আগামী দশ বছরের জন্য জিন প্রযুক্তিজাত ফসল ও খাদ্যোৎপাদন নিষিদ্ধ হয়েছে।

কোলা কুলি

১৮/২৩১

ছ শো কোটি টাকা মূল্যের বটলিং প্ল্যান্ট তৈরিতে কোকাকোলার সঙ্গে উত্তরাখন্ড সরকারের মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্ল্যান্টটি হবে দেরাদুনের ছাবেরা গ্রামে। প্ল্যান্ট তৈরির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে বহু ব্যক্তি ও সংগঠন। যাদের মধ্যে রয়েছেন এ কৌশল, অনিলপ্রকাশ জোশী, বন্দনা শিবা ও চন্ডীপ্রসাদ ভাট -এর মতো পরিবেশবিদরা। তাঁদের বক্তব্য, এর ফলে যা ক্ষতি হবে তা অপূরণীয় ।

কী যে হচ্ছে

১৮/২৩২

বিশ্বের বেশিরভাগ বড় বড় কোম্পানি তাদের গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ পুরোপুরি বা ঠিকভাবে জানায় না। এমনই অভিযোগ করেছে ব্রিটেনের দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইনভেস্টমেন্ট অর্গানাইজেশন। পরিবেশ সম্পর্কে মানুষ যত সচেতন হচ্ছে সরকার ও নীতিনির্ধারকদের উপর পরিবেশে সুরক্ষা আইন ভঙ্গকারী কোম্পানির বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি তত জোরদার হচ্ছে। তারা জানিয়েছে, বিশ্বের আটশোটি বড় কোম্পনির মধ্যে কেবল সাঁইত্রিশ শতাংশ তাদের গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ জানাতে নীতিগতভাবে উদ্যোগ নিয়েছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

ছলা কলা ১৮/২৩৩

ভারতের নারীদের রক্তাল্পতা থেকে বাঁচাতে সরকার জিন-কলা উৎপাদনের যে উদ্যোগ নিয়েছে তার বিরুদ্ধে দেশের জিন খাদ্য বিরোধী সংগঠনগুলি সোচ্চার হয়েছে। সরকারের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে অন-লাইন প্রচার অভিযান। যার নেতৃত্বে আছে নবধান্য, মহিলা অন্ন স্বরাজ, ডাইভার্স উইমেন ফর ডাইভার্সিটি, সেভ হানি বি -স -এর মতো সংগঠনগুলি। নবধান্যের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যা বন্দনা শিবা মায়েদের শরীরে লোহার ঘাটতি পূরণে কলাকে বেছে নেওয়া নিয়ে বলেন, কলা পুষ্টিতে ভরপুর হলেও তার খাওয়ার অংশটুকুর মধ্যে প্রতি একশো গ্রামে মাত্র ০.৪৪ মিলিগ্রাম লোহা রয়েছে। তাঁর মতে লোহা-সমৃদ্ধ শাক পাতা খাওয়ার উপর জোর দিলে রক্তাপ্লতার সমস্যা দূর হতে পারে, তার জন্য জিন কলা তৈরির প্রয়োজন নেই।

চাষি কমছে ১৮/২৩৪

দেশে চাষির সংখ্যা কমছে। লোক গণনা থেকে জানা যায় ২০০১-এর তুলনায় বর্তমানে চাষির সংখ্যা নব্বই লক্ষ কমে গেছে। যদিও কৃষক সম্প্রদায় এখনও মোট শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম তবুও ২০০১ -এর হিসাব ধরলে তাদের সংখ্যা সাত পয়েন্ট হ্রাস পেয়েছে। কৃষকের সংখ্যা কমতে থাকাটা নতুন কোনো ঘটনা নয়। গত পঞ্চাশ বছর ধরেই তাদের সংখ্যা কমছে অনেকটাই। দেশে বর্তমানে কৃষকের সংখ্যা প্রায় বারো কোটি। কৃষকের সংখ্যা কমলেও কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে চোদ্দ কোটি। কৃষক এবং কৃষি শ্রমিকের মধ্যে কৃষিতে যুক্ত রয়েছে আরো ছাব্বিশ কোটি তিরিশ লক্ষ মানুষ।

ন তু ন | ব ই

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

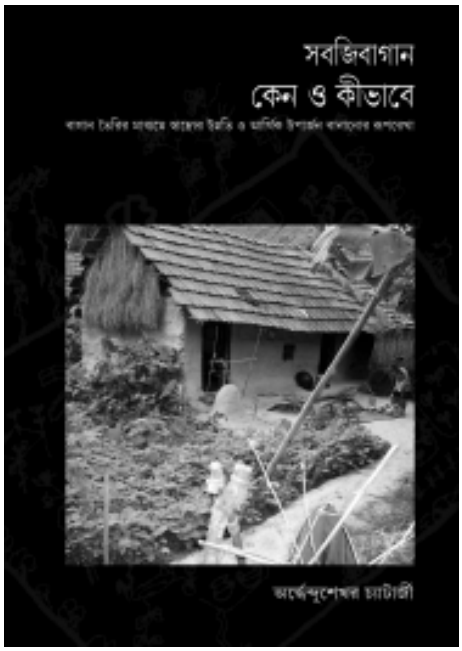

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু